বাক্যবিন্যাসের রূপরেখা

প্রণব (Phoneme), অক্ষর (Syllable), শব্দ (Word), বর্গ (Phrase), প্রস্তাব (Clause) আর বাক্য (Sentence) – ভাষাবিশ্লেষণের এই ছয়টি একক আছে বলে যদি ধরে নিই আমরা মোটামুটিভাবে তবে প্রথম দু'টি একক পড়বে ধ্বনিতত্ত্বের আওতায়, তৃতীয় এককটি পড়বে রূপতত্ত্বের আওতায় এবং চতুর্থ, পঞ্চম আর ষষ্ট একক দু'টি পড়বে বাক্যতত্ত্বের আওতায়। শব্দের সাথে শব্দ জোড়া দিয়ে কেমন করে বর্গ তৈরি হয় আর বর্গের সাথে বর্গ জোড়া দিয়ে কেমন করে বাক্য তৈরি করা যায় তাই নির্ধারিত হবে বাক্যতাত্ত্বিক উপাঙ্গে। বাক্যতত্ত্ব বা বাক্যবিন্যাসকে যদি মানব-মস্তিস্কে অবস্থিত ভাষা-অঙ্গের একটি উপাঙ্গ বা মডিউল হিসেবে যদি দেখেন তবে বাক্যতত্ত্ব হবে বাক্য তৈরির কারখানা। শাস্ত্র হিসেবে যদি দেখা হয় তবে বাক্য কেমন করে তৈরি হয় বা বাক্যতাত্ত্বিক উপাঙ্গ কেমন করে কাজ করে তা আবিষ্কার-আলোচনা করাই হবে বাক্যতত্ত্বের কাজ। বাক্যতত্ত্ব বিচারের বহু মডেল রয়েছে। বর্তমান আলোচনায় আমরা চমস্কির শাসন ও আকর্ষণ তত্ত্ব (Government & Binding theory) (দ্রষ্টব্য: চমস্কি ১৯৮০ ও পরবর্তী অন্যান্য রচনা) এবং এর সর্বশেষ রূপ **পরিমিত ব্যাকরণ প্রকল্প** (Minimalist Program) (দ্রষ্টব্য: চমস্কি ১৯৯৫ ও পরবর্তী অন্যান্য রচনা) কমবেশি অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। নিচের দুটি বাক্য দিয়ে শুরু করা যাক।

১. ঋক বিজ্ঞানের বই পড়ছে।

২. বিজ্ঞানের বই ঋক পড়ছে।

উপরে ১নং ও ২ নং বাক্যের তুলনা যদি করা হয় তবে দেখা যাবে যে ১নং বাক্যে 'বিজ্ঞানের বই' যে জায়গায় ছিল ২নং বাক্যে 'বিজ্ঞানের বই' সেই জায়গায় নেই; ধ্বনিক্রমটি বাক্যের বামদিকে কোথাও সরে গেছে। আপনারা বলতে পারেন, ২নং বাক্যে 'বিজ্ঞানের বই' কেন বামদিকে সরে যাবে, 'ঋক'ও তো ডানদিকে সরে যেতে পারে। হ্যাঁ, অবশ্যই পারে কিন্তু বাক্যবিন্যাসের চমস্কীয় সঞ্জননী তত্ত্বগুলোতে বাক্যস্থ কোন উপাদান বামদিকে সরতে পারে না বলে ধরে নেয়া হয়। কেন এ রকম ধরে নেওয়া হয় বা কেন কোন উপাদান বামদিকে সরতে পারে না তা এ অধ্যায়ের পরের দিকে বলা হবে।

ধরে নেয়া যাক যে ১নং ও ২নং বাক্যের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য রয়েছে: ২নং বাক্যে 'বিজ্ঞানের বই' শব্দবন্ধটির উপর জোর দেয়া হচ্ছে। ১নং বাক্যে কোন উপাদানের উপরই জোর দেয়া হচ্ছে না। ১নং বাক্যে যে কাঠামোটি আছে সেটিই এই বাক্যের **প্রাথমিক কাঠামো** বা **মূল কাঠামো** (Kernel Structure)। ১নং বাক্যে 'বিজ্ঞানের বই' এর অবস্থান ক্রিয়ার বামদিকে। সুতরাং ক্রিয়ার বামদিকের জায়গাটাই 'বিজ্ঞানের বই' এর মূল অবস্থান। এই অবস্থানটাকে আমরা বলতে পারি 'বিজ্ঞানের বই' এর **বাস্তুভিটা**। ২নং বাক্যে 'বিজ্ঞানের বই' নিজের বাস্তুভিটা ছেড়ে নতুন এক জায়গায় গিয়ে বসেছে। এরকমভাবে বাক্যস্থ কোন উপাদান বাক্যকাঠামোর বামদিকে অন্য কোন নতুন জায়গায় সরে যাওয়াকে বলা হয় Movement যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে **অভিবাসন**। অভিবাসনের ফলে বাক্যের প্রাথমিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন আসে তাকে বলা হয় Transformation যাকে বাংলায় বলা হয় **সংবর্তন**।

অভিবাসন করার কিছু শর্ত আছে। একটি শর্ত হচ্ছে এই যে 'বিজ্ঞানের বই' – এই শব্দক্রমটিকে এক সাথে অভিবাসন করাতে হবে। ৩নং বাক্যে 'বিজ্ঞানের' কথাটিকে 'বই' থেকে আলাদা করে অভিবাসন করা হয়েছে বলে বাক্যটি গ্রহণযোগ্য থাকছে না (* চিহ্নের মানে হচ্ছে বাক্যটি গ্রহণযোগ্য নয়)। দেখা যাচ্ছে, বাক্যের একাধিক

উপাদান একত্রিত হয়ে আলাদা আলাদা একক (Unit) গঠন করে এবং অভিবাসনের সময় এসব এককের আন্তর্গঠনে হস্তক্ষেপ করা যায় না। সুতরাং 'বিজ্ঞানের বই' একটি 'বাক্যিক' একক। এ ধরনের বাক্যিক এককে বলা হয় **বর্গ** (Phrase)। 'বিজ্ঞানের বই' একটি বর্গ। আমরা উপরে দেখেছি, অভিবাসন করতে হলে বর্গগুলো তাদের যাবতীয় উপাদানসহ অভিবাসন করে, কোন উপাদান বাস্তুভিটায় ছেড়ে আসে না। কেন অভিবাসন খেয়ালখুশি মতো করা যায় না? কেন অভিবাসনের সময় বাক্যের বিভিন্ন এককের আন্তকাঠামোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়? বিশেষ একটি বাক্যকাঠামোগত প্রতিবন্ধ (Constraint) থাকার কারণে এমনটি হয় বলে ধরে নেওয়া হয়। সঞ্জননী ব্যাকরণে এ প্রতিবন্ধটিকে বলা হয় **কাঠামো নির্ভরতা** (Structure Dependancy)। কোন মানবভাষা কাঠামো-নির্ভর না হয়ে পারে না।

৩. *ঋক বিজ্ঞানের পড়ছে বই।

কাঠামো-নির্ভরতার প্রতিবন্ধটি বিশ্বব্যাকরণের একটি **ধ্রুপদ**। কাকে বলে ধ্রুপদ? সঞ্জননবাদী ভাষাবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে মানবভাষার ব্যাকরণের কিছু সাধারণ নিয়ম আছে। এই নিয়মের সমষ্টিকে তাঁরা নাম দিয়েছেন **সার্বজনীন ব্যাকরণ** বা **বিশ্বব্যাকরণ** (Universal Grammar)। ব্যাকরণের যত নিয়ম আছে তার মধ্যে কিছু নিয়ম হচ্ছে বিশ্বব্যাকরণের **ধ্রুপদ** (Principle) আর অন্য কিছু নিয়ম হচ্ছে বিশ্বব্যাকরণের **খেয়াল** (Parameter)। ব্যাকরণের যে নিয়মগুলো সব ভাষায় আছে সেগুলো হচ্ছে বিশ্বব্যাকরণের ধ্রুপদ আর যে নিয়মগুলো প্রতিটি ভাষায় আলাদা সেগুলো হচ্ছে বিশ্বব্যাকরণের খেয়াল। বিশেষ ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সেই ভাষার যে নিয়মগুলো আবিষ্কার করি সেগুলোর মধ্যে কিছু বিশ্বব্যাকরণের খেয়াল কিছু ধ্রুপদ। বিশ্বব্যাকরণে কোন কোন ধ্রুপদ রয়েছে তা বিভিন্ন ভাষার নিয়মগুলোর তুলনামূলক আলোচনা থেকে নির্ধারিত হতে পারে।

'বিজ্ঞানের বই' এক ধরনের বই। 'ঋক বিজ্ঞানের বই পড়ছে' না বলে আপনি বলতে পারেন 'ঋক বই পড়ছে'। এখানে 'বিজ্ঞানের' কথাটা বাদ পড়লেও বর্গের বা বাক্যের গ্রহণযোগ্যতার কোন হানি হচ্ছে না। কিন্তু আমরা যদি বলি *'ঋক বিজ্ঞানের পড়ছে' তবে কিন্তু বাক্যটি আর গ্রহণযোগ্য থাকবে না। এর মানে হচ্ছে 'বিজ্ঞানের বই' শব্দক্রমটির মধ্যে 'বই' কথাটাই প্রধান। সঞ্জননী ব্যাকরণে 'বই' হচ্ছে 'বিজ্ঞানের বই' বর্গের **শির** (Head)। শির হচ্ছে বর্গের সেই উপাদান যাকে কেন্দ্র করে বর্গ গড়ে উঠে এবং যে উপাদানটি বাদ দিলে পুরো বর্গটিই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং শির হচ্ছে বর্গের সর্বপ্রধান উপাদান। একটু পরে আমরা এ ব্যাপারে আরও আলোচনা করবো।

বাক্যে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয় তাদের আলাদা আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। বর্তমান আলোচনায় এসব শ্রেণীকে আমরা **পদ** (Class of word বা Parts of speech) বলবো। সঞ্জননী ব্যাকরণ ঘরানায় পদ মোটামুটিভাবে চার প্রকার: **নামপদ**, **বিশেষণপদ**, **ক্রিয়াপদ** আর **পুরসর্গ** (Preposition) বা (বাংলা বা জাপানিতে) **অনুসর্গ** (Postposition)। ইংরেজিতে in, for জাতীয় শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে বসে (উদাহরণ: in the garden, for the boy) বলে প্রথাগত ব্যাকরণে এদের নাম Preposition যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'পুরসর্গ'। বাংলায় 'ভিতরে', 'পাশে', ইত্যাদি অনুসর্গ নামশব্দের পরে বসে বা নামশব্দকে 'অনুসরণ' করে। উদাহরণ 'রাস্তার পাশে', 'বাক্সের ভিতরে', ইত্যাদি। যেহেতু এই ধরনের শব্দ নামশব্দকে অনুসরণ করে সেহেতু এই পদগুলোর প্রথাগত নাম 'অনুসর্গ' (Postposition) বজায় রাখা যেতে পারে।

কোন শব্দ বিশেষ্য বা নামপদ, কোন শব্দ বিশেষণ, আবার কোনটি বা ক্রিয়া। বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণে 'বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দকে পদ' বলা হয়ে থাকে। আমরাও মনে করি যে বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই কোন না কোন

'পদ' এর অন্তর্ভুক্ত।[১] মনে রাখতে হবে, শির যে পদের হবে বর্গও হবে ঠিক সেই পদের। 'বিজ্ঞানের বই' নামবর্গ (Noun Phrase বা NP) কারণ এই বর্গটির শির 'বই' নামপদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং 'বই' হচ্ছে নামশির (Noun head)। নামবর্গ, ক্রিয়াবর্গ, বিশেষণ বর্গ (বা বিণবর্গ), ক্রিয়া বিশেষণ বর্গ (বা ক্রিবিণ বর্গ), অনুসর্গ বর্গ (বা অনুবর্গ)... বাংলাভাষার মোটামুটি এ কয়টি বর্গ আছে। সঞ্জননী ব্যাকরণে সর্বনামকে নামশির হিসেবে বিবেচনা করা হয় বলে 'সর্বনাম বর্গ' বলে আলাদা কোন বর্গ নেই। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণেও বলা হয়: যে পদ নামপদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাই সর্বনাম পদ। সুতরাং প্রতিটি সর্বনাম বর্গ হবে এক একটি নামবর্গ।

ক্রিয়াশিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে ক্রিয়াবর্গ (Verb Phrase বা VP)। 'চিঠি লেখে' বর্গের শির হচ্ছে ক্রিয়াপদ 'লেখে', সুতরাং এটি ক্রিয়াবর্গ। 'খুব ভালো' বর্গের শির হচ্ছে বিশেষণ 'ভালো', সুতরাং এটি বিণবর্গ (Adjectival Phrase বা AP)। 'ঘোড়া খুব তাড়াতাড়ি দৌড়ায়' বাক্যে 'খুব তাড়াতাড়ি' ক্রিয়াবিশেষণ বর্গ বা ক্রিবিণ বর্গ (Adverbial Phrase বা AdvP), কারণ এর শির হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ 'তাড়াতাড়ি'। আমরা উপরে বলেছি, সঞ্জননী ব্যাকরণে অনুসর্গ একটি পদ। 'রাস্তার পাশে' বর্গের শির 'পাশে' একটি অনুসর্গ। সুতরাং 'রাস্তার পাশে' একটি 'অনুবর্গ' (Postpositional Phrase বা PP) এবং 'পাশে' হচ্ছে অনুশির।[২]

শির ছাড়াও বর্গে থাকতে পারে আরও তিন তিনটি উপাদান: **বিশেষক** (Specifier), **পূরক** (Complement) আর **প্রসারক** (Adjunct বা (Modifier)। নামবর্গ 'এই মজার বিজ্ঞানের বইটি' তে 'এই' হচ্ছে বিশেষক, 'বইটি' হচ্ছে শির, 'বিজ্ঞানের' হচ্ছে পূরক আর 'মজার' হচ্ছে প্রসারক। ইংরেজি The new book of science নামবর্গে the হচ্ছে বিশেষক, book হচ্ছে শির, of science হচ্ছে পূরক আর new হচ্ছে প্রসারক। প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে the কে বলা হয় Article বা নির্দেশক। বাংলায় এরকম নির্দেশক নেই, আছে 'টি' বা 'টা' এর মতো উপাদান। এগুলোর নাম দেয়া যেতে পারে: **অবধারক**। অবধারকগুলো নামশিরের নির্দিষ্টতা দ্যোতিত করে এবং একই সাথে এটাও বলে যে নামশিরটি একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আমরা উপরে বলেছি, পদ হচ্ছে শব্দের **বৈন্যাসিক শ্রেণী** (Syntactic class)। পদকে বৈন্যাসিক শ্রেণী বলছি, কারণ শব্দের শ্রেণীকরণের মূলে রয়েছে শব্দের বৈন্যাসিক বা বৈয়াকরণিক ভূমিকা। বাক্যে প্রতিটি শব্দ একটি বিশেষ বৈয়াকরণিক ভূমিকা পালন করে। কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহার করার আগে জানতে হবে: ১. সেই বিশেষ শব্দটি কোন পদের অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ শব্দটির শ্রেণী বা জাত কি?) এবং ২. বাক্যে সেই শব্দটি কোন **বৈয়াকরণিক ভূমিকা** (Grammatical function) পালন করবে। অনেক ক্ষেত্রে শব্দটি কোন পদের অন্তর্ভুক্ত জানা গেলে বাক্যে সেই শব্দটি কোন ভূমিকা পালন করবে তা জানা যেতে পারে। যেমন, নামশব্দ হতে পারে বাক্যের **কর্তা** (Subject); হতে পারে ক্রিয়া ও অনুসর্গের **পূরক** (Complement)। 'ঋক বই পড়ে' বাক্যে নামশব্দ 'ঋক' হচ্ছে 'পড়ে' ক্রিয়ার কর্তা আর 'বই' হচ্ছে 'পড়ে' ক্রিয়ার পূরক। 'রাস্তার পাশে' অনুবর্গে 'রাস্তা' হচ্ছে 'পাশে' অনুশিরের পূরক। বিশেষক (মনে রাখতে হবে, 'বিশেষ' আর 'বিশেষক' এক কথা নয়) হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে শব্দগুলো সেগুলো অনেক ভাষাতেই কোন পদের অন্তর্ভুক্ত হয় না। বাংলা ব্যাকরণে 'এই' বা ফরাসি ব্যাকরণের ce

[১] পাণিনীয় ব্যাকরণ ঘরানায় পদের সংজ্ঞা হচ্ছে: সুপতিঙন্তং পদং। অর্থাৎ সুপ (শব্দবিভক্তি) ও তিঙ (ক্রিয়াবিভক্তি) যুক্ত শব্দকে পদ বলে। অব্যয়ের সাথে কোন সুপ বা তিঙ যুক্ত হয় না কিন্তু তার পরেও অব্যয়কে পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যে ব্যাবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে। এই দুইটি সংজ্ঞার কোনটিই আমাদের সংজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

[২] পাশ্চাত্য ব্যাকরণ ঘরানায় আট প্রকারের পদের কথা বলা হয়। পানিণীয় ব্যাকরণে পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় আর ক্রিয়া। প্রথাগত ব্যাকরণে অনুসর্গ অব্যয় পদের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু যেহেতু অনেক রকম শব্দকেই অব্যয় নামে ডাকা হয় সেহেতু বর্তমান পুস্তকে 'অব্যয় বর্গ' না বলে ইংরেজি Preposition এর অনুকরণে 'অনুসর্গ পদ' নামে নতুন একটি বর্গের প্রস্তাব করছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন ভট্টাচার্য্য ১৯৯৮: ৫১-৭৪।

(স্য) বা cette (সেত) নির্দেশক বিশেষণ। ইংরেজিতে the বা বাংলায় 'টা/জন' ইত্যাদি উপাদান কোন পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পদের প্রথাগত শ্রেণীগুলোর বাইরেও কিছু কিছু শব্দ থাকতে পারে।

বিশেষণ সাধারণত ব্যবহৃত হয় নামশব্দের প্রসারক হিসেবে এবং ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহৃত হয় ক্রিয়ার প্রসারক হিসেবে। 'মজার বই', 'লাল আলো', 'বড় সমস্যা' ইত্যাদি নামবর্গে 'মজার', 'লাল' আর 'বড়' যথাক্রমে নামশির 'বই', 'আলো' ও 'সমস্যা''র প্রসারক। ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহৃত হয় ক্রিয়ার প্রসারক হিসেবে। ক্রিয়াবর্গ 'আস্তে হাঁটে' ও 'দ্রুত লেখে'-তে ক্রিয়াবিশেষণ 'আস্তে' ও 'দ্রুত' ক্রিয়াশির 'হাঁটে' ও 'লেখে' এর প্রসারক। তবে কোন নামপদও ব্যবহৃত হতে পারে প্রসারক হিসেবে। নামবর্গ 'বাংলাগান' এ নামশব্দ 'বাংলা' নামশির 'গান' এর প্রসারক। 'ঋক রাত দুইটায় ঘুমায়' বাক্যে 'রাত দুইটায়' হচ্ছে 'ঘুমায়' ক্রিয়ার প্রসারক। কোন ক্রিয়াবর্গও ব্যবহৃত হতে পারে প্রসারক হিসেবে। 'গতকাল কেনা বই' নামবর্গে ক্রিয়াবর্গ 'গতকাল কেনা' নামশির 'বই'য়ের প্রসারক। প্রথাগত ব্যাকরণে ক্রিয়া এবং বাক্য এই উভয়েরই প্রসারক থাকতে পারে। যেমন : 'পলাশীর যুদ্ধ যখন চলছিল তখন যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে এক গ্রামে এক কৃষক গরু-লাঙল দিয়ে ক্ষেতে চাষ করছিল' বাক্যে 'পলাশীর যুদ্ধ যখন চলছিল তখন' – এই শব্দক্রমটি পুরো বাক্যের প্রসারক। সঞ্জননী ব্যাকরণে অবশ্য এই শব্দক্রমটিকে 'চাষ করা' ক্রিয়ার প্রসারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৩]

বিশেষক ও প্রসারক অবশ্যই বর্গের প্রয়োজনীয় উপাদান কিন্তু এ দুটোর কোনটিই অপরিহার্য উপাদান নয়। আমরা আগেই বলেছি, বর্গের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে শির। 'ঋক এই মজার বইটি পড়ছে' না বলে বলা যেতে পারে 'ঋক বই পড়ছে'। এখানে বিশেষক 'এই', অবধারক 'টি' এবং প্রসারক 'মজার' বাদ পড়েছে কিন্তু তার পরেও নামবর্গটি গ্রহণযোগ্য রয়েছে। ইংরেজিতে Rik is reading an interesting book of science বলা যেতে পারে, আবার প্রসারক interesting আর বিশেষক an বাদ দিয়ে Rik is reading books of science ও বলা যেতে পারে। কিন্তু শির book কে কোন মতেই বাদ দেয়া চলে না।

প্রথাগত ব্যাকরণে 'ঋক বই পড়ে' জাতীয় শব্দবন্ধকে বাক্য বলা হয়। আমরাও এতক্ষণ তাই বলেছি। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে যদি কোন বাক্যে একটি বাক্য অন্য একটি বাক্যের উপর নির্ভরশীল থাকে তবে সেটিকে বলা হয় জটিল বাক্য। 'আমি জানি যে ঋক বই পড়ছে' জটিল বাক্যের উদাহরণ। এই জটিল বাক্যে রয়েছে দু'টি প্রস্তাব (Clause): ১. 'আমি জানি' এবং ২. 'ঋক বই পড়ছে'। প্রথমটি মূল প্রস্তাব (Principal clause) ও দ্বিতীয়টি পূরক প্রস্তাব (Complement clause)। 'জানা' ক্রিয়ার পূরক হচ্ছে প্রস্তাব 'ঋক বই পড়ছে'। এক দিক থেকে দেখলে প্রস্তাব আর ক্রিয়াবর্গের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। প্রস্তাবে থাকে ক্রিয়া, কর্তা, ক্রিয়ার পূরক আর প্রসারক। ক্রিয়াবর্গেও ঠিক এই কয়েকটি উপাদানই থাকে। ক্রিয়া দুই রকম: সমাপিকা (Finite বা Flexional) আর অসমাপিকা (Non-finite)। যে প্রস্তাবের ক্রিয়াটি সমাপিকা সেটি 'সমাপিকা প্রস্তাব' আর যে প্রস্তাবের ক্রিয়াটি অসমাপিকা সেটি 'অসমাপিকা প্রস্তাব'। 'ঋক জার্মান শিখতে ভিয়েনায় যাবে' বাক্যে 'ঋক জার্মান শিখতে' অসমাপিকা প্রস্তাব (কারণ, 'শিখতে' অসমাপিকা ক্রিয়া) আর 'ঋক ভিয়েনায় যাবে' সমাপিকা প্রস্তাব (কারণ 'যাবে' সমাপিকা ক্রিয়া)।

আমরা এতক্ষণ বাক্যের বিভিন্ন অঙ্গের আন্তকাঠামো সম্পর্কে জানলাম। সঞ্জননী ব্যাকরণে বর্গ ও বাক্যের আন্তসংগঠন বিশ্লেষণের জন্য একটি বিশেষ কাঠামো ব্যবহার করা হয়। কাঠামোটির নাম **এক্স-বার কাঠামো** বা

[৩] ক্রিয়া ও বাক্যের প্রসারককে অনেক কাঠামোবাদী (Structuralist) আলোচনায় আনুসঙ্গিক বা পারিপার্শ্বিক পূরক (Circumstantial complement) ও বলা হয়ে থাকে।

এক্স-বার বৃক্ষচিত্র। এক্স-বার কাঠামোতে প্রতিটি বর্গের প্রতীক হচ্ছে X″ (X double bar)। X″ কে XPও বলা যেতে পারে। X″ বা XP মানে হচ্ছে যে কোন বর্গ। এখানে P হচ্ছে Phrase বা বর্গের এর সংক্ষিপ্ত রূপ আর X হচ্ছে বর্গের শির। X হতে পারে যে কোন পদ। যদি কোন বর্গে X = ক্রিয়া হয় সেটি হবে ক্রিয়াবর্গ। আবার অন্য কোন বর্গে যদি X = বিশেষ্য হয় তবে সেটি হবে নামবর্গ। সুতরাং XP হতে পারে যে কোন বর্গ – নামবর্গ, ক্রিয়াবর্গ, বিণবর্গ, ইত্যাদি।

বৃক্ষচিত্র-১

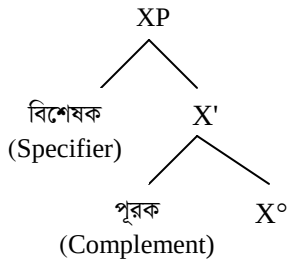

প্রতিটি XP এর রয়েছে তিনটি স্তর: প্রথম স্তরে XP, দ্বিতীয় স্তরে X′ এবং তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তরে X°। দ্বিতীয় স্তরে X′ এর বামদিকে থাকে বর্গের বিশেষক (Specifier বা সংক্ষেপে Spec)। তৃতীয় স্তরে X° এর ডান বা বামদিকে থাকে শিরের পূরক। অন্যভাবে বলা যায়: XP কে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাবো দু'টি **বৃন্ত** (Noeud): ১. বিশেষক আর ২. X′ (X-bar)। এর পর X′ কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে আরও দু'টি বৃন্ত: বর্গের শির X° এবং শিরের বামে বা ডানে শিরের পূরক।

বৃক্ষচিত্র-২

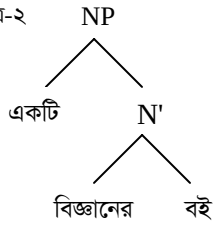

বৃক্ষচিত্র-৩

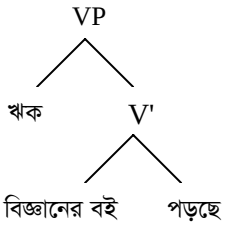

এক্স-বার কাঠামো বর্ণনায় বৃক্ষচিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, বা ৪ ও ৫নং উদাহরণের মতো তৃতীয় বন্ধনীও ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. $_{NP}$[Spec N′ N°] উদাহরণ: $_{NP}$[একটি N′ বিজ্ঞানের বই]

৫. $_{VP}$[Spec V′ NP V°] উদাহরণ: $_{VP}$[ঋক V′ [বিজ্ঞানের বই] পড়ছে]

আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে শিরের পূরক হয় অন্য একটি বর্গ এবং বাংলায় পূরক বর্গটি থাকে শিরের বাম দিকে। যেমন, ৩নং বৃক্ষচিত্রে 'ঋক বিজ্ঞানের বই পড়ছে' ক্রিয়াবর্গে পূরক হচ্ছে নামবর্গ 'বিজ্ঞানের বই'। এই নামবর্গটি আছে ক্রিয়াশির 'পড়ে' এর বামদিকে। 'বিজ্ঞানের বই' নামবর্গে নামশির 'বই' এর বামদিকে রয়েছে এর পূরক 'বিজ্ঞানের'। অনুবর্গ 'বাড়ির পাশে'-তে পূরক 'বাড়ির' অবস্থান করছে অনুশির 'পাশে' এর বামদিকে। প্রশ্ন হতে পারে, কেন ইংরেজি নামবর্গ A book of science এ পূরক [of science] গিয়ে বসছে শিরের ডানদিকে আর বাংলার বেলায় পূরক [বিজ্ঞানের] গিয়ে বসছে শিরের বাম দিকে?

৬. $_{AP}$[Spec A′ A°] উদাহরণঃ $_{AP}$[Spec A′ ভালো]

৭. $_{PP}$[Spec P′ P°] উদাহরণঃ $_{PP}$[Spec P′ [বাড়ির] পাশে]

বৃক্ষচিত্র-৪

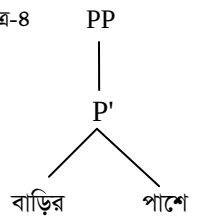

বৃক্ষচিত্র-৫

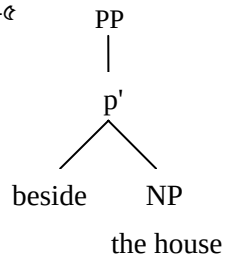

বর্গের শির থাকবে, পূরক থাকবে – এগুলো যে কোন ভাষার বেলায় সত্য। এটি বিশ্বব্যাকরণের ধ্রুপদ। কিন্তু সেই পূরক শিরের কোন দিকে বসবে তার নিয়ম সব ভাষায় এক নয়। এটি বিশ্বব্যাকরণের একটি খেয়াল (Parameter)। বাংলা বা জাপানিতে পূরক বসে শিরের বাম দিকে আর ইংরেজি-ফরাসিতে পূরক বসে শিরের ডান দিকে। বাংলা বা জাপানি ভাষাকে বলা হয় Left-brancing language বা Head-last language আর ইংরেজি-ফরাসিকে বলা হয় Right-brancing language বা Head-first language। বাংলা বা জাপানি হচ্ছে **বামপ্রসারী** ভাষা আর ইংরেজি-ফরাসি হচ্ছে **ডানপ্রসারী** ভাষা।

সব বর্গেরই প্রসারক থাকতে পারে যেমন আছে নিচের বর্গগুলোতে:

৮. $_{VP}$[Spec V′ NP V°] উদাহরণঃ$_{VP}$[ঋক $_{AdvP}$[তাড়াতাড়ি] V′ $_{NP}$[বই] পড়ে]

৯. $_{PP}$[Spec AdvP P′ P°] উদাহরণঃ $_{PP}$[Spec(e) $_{AdvP}$[ঠিক] P′ পাশে]

১০. $_{NP}$[Spec AP N′ N°] উদাহরণঃ $_{NP}$[একটি $_{AP}$[চমৎকার] N′ বই]

আমরা বলেছি, বাংলা বামপ্রসারী ভাষা এবং সে কারণে বাংলায় যে কোন শিরের পূরক বসে শিরের বাম দিকে। প্রশ্ন হতে পারে, প্রসারক শিরের কোনদিকে বসবে, ডানদিকে না বামদিকে? (৮-১০) উদাহরণে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে বাংলায় প্রসারকও পূরকের মতো শিরের বামদিকে বসে। নামশিরের প্রসারক আর অনুসর্গশিরের প্রসারক শিরের বামদিকে ছাড়া বসতেই পারে না। *[পাশে ঠিক] বা *[বই চমৎকার] গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়াশিরের ডানদিকে, বা ক্রিয়াশির ও পূরকের অন্তবর্তি স্থানে অবস্থান করতে পারে। আমরা বলতে পারিঃ ঋক [বই পড়ে তাড়াতাড়ি] বা ঋক [বই তাড়াতাড়ি পড়ে]। আমাদের দাবি, এ দু'টি বাক্যে ক্রিয়াবিশেষণ [তাড়াতাড়ি] ক্রিয়াবর্গের বামদিকেই সংযোজিত হয়েছে তবে ক্রিয়াবিশেষণ সংযোজিত হবার পর প্রথম বাক্যে [বই পড়ে] এবং দ্বিতীয় বাক্যে [বই] বাক্যের বামদিকে অভিবাসন করেছে। এই অভিবাসনের ফলে বাক্যের আর্থস্তরে পরিবর্তন এসেছে। প্রথম বাক্যে ক্রিয়াবর্গ [বই পড়ে] এবং দ্বিতীয় বাক্যে নামবর্গ [বই] এর উপর জোর দেয়া হচ্ছে। বলা যেতে পারে যে প্রথম বাক্যে ক্রিয়াবর্গ [বই পড়ে] ও দ্বিতীয় বাক্যে [বই] **উজ্জ্বলিত** (Focalized) হয়েছে।

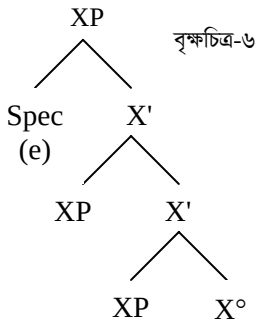

বৃক্ষচিত্র-৬

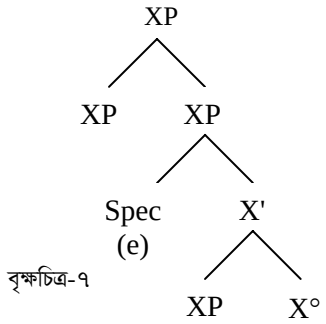

বৃক্ষচিত্র-৭

(কোন বৃন্তে যদি কোন ভাষিক উপাদান না থাকে তবে সে বৃন্তটি খালি আছে বলে ধরা হয় এবং সেই বৃন্তের নিচে (e) চিহ্ন দেওয়া হয়)

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে পূরকের অবস্থান বর্গের শির বা X° এর ঠিক বামদিকে (বা ভাষাবিশেষে ডানদিকে) আর প্রসারকের অবস্থান এর পরের ধাপ X′ পাশে। আমরা বলতে পারি পূরক সংযোজিত হচ্ছে X° এর সাথে আর প্রসারক সংযোজিত হচ্ছে X′ এর সাথে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে XP এর সাথেও প্রসারক যুক্ত হতে পারে। ৮নং বৃক্ষচিত্রে আমরা দেখছি যে প্রসারক যুক্ত হলে X′ বা XP এর কোন বিকাশ হয় না। ৮নং বৃক্ষচিত্রে V′ বৃন্তে $_{AP}$[চমৎকার] যুক্ত হবার পরেও N′ এর কোন পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ N′ বিকশিত হয়ে N° এ পরিণত হয়নি। সুতরাং বলা যেতে পারে যে প্রসারকের সংযোজন বৃক্ষচিত্রে বৈন্যাসিক কোন পরিবর্তন আনতে পারে না কিন্তু পূরকের সংযোজনে বৃক্ষচিত্রে বৈন্যাসিক পরিবর্তন আসে।

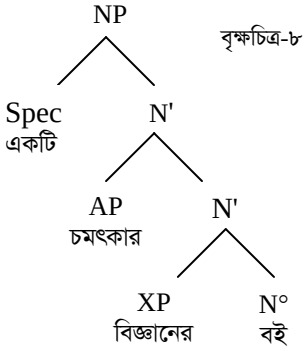

বৃক্ষচিত্র-৮

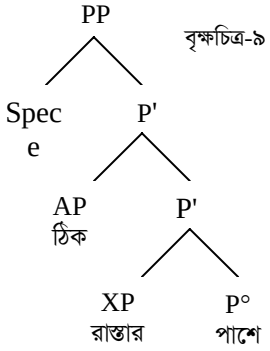

বৃক্ষচিত্র-৯

প্রথাগত ব্যাকরণে কর্তার অন্য একটি নাম আছে : **উদ্দেশ্য** (Subject)। উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তার নাম **বিধেয়** (Predicate)। ক্রিয়া আর বিশেষণ ব্যবহৃত হয় বিধেয় হিসেবে। উদাহরণ: 'বইটা মজার'। এখানে 'মজার' বিধেয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এ ধরণের বিশেষণের নাম 'বিধেয় বিশেষণ'। এ রকম দাবি করা অমূলক নয় যে বিধেয় আসলে এক ধরণের প্রসারক। যেমন 'ঋক ঘুমায়' বাক্যে ক্রিয়াপদ 'ঘুমায়' নামপদ 'ঋক' এর প্রসারক। তবে কাঠামোবাদী ও সঞ্জননী – এই উভয় ধারার ব্যাকরণেই ক্রিয়াকে নামপদের প্রসারক হিসেবে দেখানো হয় না। এখানে ব্যাপারটা দেখা হয় উল্টো দিক থেকে। ক্রিয়াবর্গের শির হচ্ছে ক্রিয়া। কর্তা নামপদটি হচ্ছে সেই বর্গের বিশেষক। অন্য কোন নামবর্গ সেই ক্রিয়াবর্গের পূরক। 'ঋক বই পড়ে' ক্রিয়াবর্গে নামপদ 'ঋক' হচ্ছে বিশেষক এবং নামপদ 'বই' হচ্ছে পূরক। 'ঋক ঘুমায়' বাক্যে বা ক্রিয়াবর্গে ক্রিয়াশির 'ঘুমায়' এর কোন পূরক নেই কারণ 'ঘুমায়' ক্রিয়াটি অকর্মক।

বৃক্ষচিত্র-১০

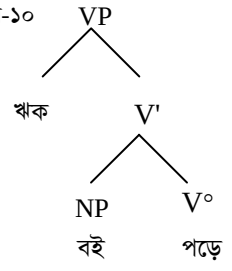

বৃক্ষচিত্র-১১

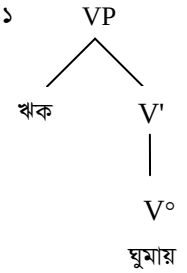

'ঋক বই পড়ে' বাক্যে 'ঋক' ও 'বই' কে আমরা নামশব্দ বলছি। এগুলো আসলে একটি বর্গের শির। কর্তা নামবর্গের শির নামশব্দ 'ঋক' আর পূরক নামবর্গের শির নামশব্দ 'বই'। এই শিরগুলোর সাথে পূরক, প্রসারক, বিশেষক যোগ করে ইচ্ছে করলেই আমরা এগুলোকে আরও বড় করে নিতে পারি। যেমন আমরা বলতে পারি, 'চট্টগ্রামের ঋক', '১৯৯৫ সালে প্যারিসে থাকা ঋক', 'ভাষাতত্ত্বের বই', 'বাক্যতত্ত্বের রূপরেখার মতো একটা মহা বিচ্ছিরি, কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই এমন প্রবন্ধ', ইত্যাদি।

কেমন করে তৈরি হয় এক একটি বর্গ? কেমন করে নামপদ 'ভাষাতত্ত্ব' অন্য নামপদ 'বই' এর পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কেমন করেই বা নামপদ 'বই' গিয়ে জোট বাঁধে 'পড়ে' ক্রিয়াপদের সাথে, বা 'বই পড়ে' ক্রিয়া বর্গটি গিয়ে যুক্ত হয় নামপদ 'ঋক' এর সাথে? পরিমিত ব্যাকরণ প্রকল্প অনুসারে এক শব্দ অন্য এক শব্দের সাথে বা একটি বর্গ অন্য একটি বর্গের সাথে গিয়ে জোট বাঁধে বিশেষ যে একটি প্রক্রিয়ায় তার নাম Merge। এর বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে **সংবাহন**। প্রশ্ন হতে পারে, এত রকম পদ থাকতে একটা নামশব্দেরই বা কেন 'পড়ে' ক্রিয়াপদের সাথে সংবাহিত হতে হবে? কোন বিশেষণ পদ যেমন ধরুন, 'মজার' কেন তা করতে পারবে না? *মজার পড়ে' শব্দক্রমটি কেন গ্রহণযোগ্য হয় না? উত্তর হচ্ছে এই যে কোন ভাষার শব্দকোষের প্রতিটি শব্দের কিছু **উপপদীয় স্বলক্ষণ** (Subcategorical features) রয়েছে। যেমন 'পড়া' ক্রিয়ার উপপদীয় স্বলক্ষণ হচ্ছে: [নামবর্গ] —— পড়া। অর্থাৎ 'পড়া' ক্রিয়াপদের একটি পূরক থাকবে এবং সেটি হবে একটি নামবর্গ। 'দেওয়া' ক্রিয়ার যে দুইটি পূরক থাকবে, একটি কর্মপূরক (কি দেওয়া হচ্ছে) এবং অন্যটি সম্প্রদান বা গ্রহীতা পূরক (কাকে দেওয়া হচ্ছে) তা 'দেওয়া' ক্রিয়ার উপপদীয় স্বলক্ষণ থেকেই নির্ধারিত হয়ে যায়। 'পড়া' বা 'দেওয়া' ক্রিয়াপদের উপপদীয় স্বলক্ষণগুলো অবশ্যই বাক্যবিন্যাসে প্রতিফলিত হতে হবে। কোন শব্দের উপপদীয় স্বলক্ষণ বাক্যবিন্যাসে প্রতিফলিত হবার এই যে বাধ্যবাধকতা সঞ্জননী ব্যাকরণে তার নাম Projection principle যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে **প্রক্ষেপণ**। প্রতিটি ভাষায় প্রক্ষেপণের ব্যাপার রয়েছে। প্রক্ষেপণ বিশ্বব্যাকরণের অন্য একটি ধ্রুপদ।

বাংলায় কোন নামশব্দ যদি অন্য কোন নামশিরের প্রসারক হিসেবে সংবাহিত হয় তবে সেই নামশব্দটিকে ষষ্ঠী বিভক্তি গ্রহণ করে সম্বন্ধ কারক বা সম্বন্ধ পদে পরিণত হতে হবে – এই বিশেষ তথ্যটি সব নামশব্দের উপপদীয় স্বলক্ষণে প্রতিফলিত হবে। যেমন 'বই' নামশব্দের একটি উপপদীয় স্বলক্ষণ হচ্ছে [সম্বন্ধপদ] —— বই। প্রক্ষেপণের নিয়ম অনুসারে 'বই' এর প্রসারক/পূরক হতে হলে নামশব্দকে সম্বন্ধপদের রূপ নিতে হবে। অর্থাৎ 'ঋকের বই' বলা যাবে কিন্তু *'ঋক বই' বলা যাবে না। নির্দেশক বিশেষণ 'এই' ও প্রক্ষেপণের নিয়ম অনুসারে গিয়ে সংবাহিত হবে নামবর্গ 'বিজ্ঞানের বই' এর সাথে। 'এই বিজ্ঞানের বইটা' নামবর্গটি গঠনের ক্ষেত্রে সংবাহনের বিভিন্ন ধাপগুলো হবে নিম্নরূপ (বাংলা নামবর্গের আন্তর্গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন দাশগুপ্ত ২০০৩, ভট্টাচার্য্য ২০০৮):

১১. [বইটা]+[বিজ্ঞানের]→ [[বিজ্ঞানের] [বইটা]] +এই → [[এই [বিজ্ঞানের][বইটা]]

১২. [book] + [of science] → [[book][of science]] + The → [[The [book][of science]]

প্রক্ষেপণের সময়ই নির্ধারিত হয়ে যায় বর্গের শির কোনটি। আমরা বলেছি, যে শব্দটি শির হবে সেই শব্দের পদ অনুসারে বর্গের শ্রেণী নির্ধারিত হয়ে যায় (নামবর্গ, ক্রিয়াবর্গ, ইত্যাদি)। যেমন, ইংরেজি ভাষায় একটি নামবর্গ ও একটি পুরসর্গ বর্গ (বা পুরবর্গ) (Prepostional phrase) বর্গ পরস্পরের সাথে সংবাহিত হয়ে গঠিত হয় নামবর্গ [book of science]। কিন্তু নবগঠিত বর্গটি পুরবর্গ না হয়ে নামবর্গই হয় কেন? নামবর্গ হয় এ কারণে যে এই বর্গের শির হচ্ছে নামপদ 'বই'।

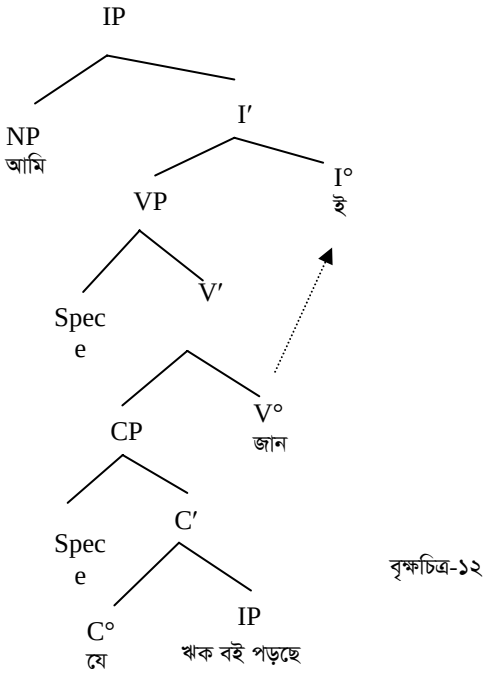

বৃক্ষচিত্র-১২

১২নং বৃক্ষচিত্রে আমরা নতুন একটি বর্গ দেখছি: IP (Inflexional phrase)। এই নতুন বর্গটির শির হচ্ছে ক্রিয়াবিভক্তি বা তিঙ সুতরাং আমরা এই বর্গকে বলবো তিঙবর্গ। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে তিঙবর্গ আর প্রস্তাবের মধ্যে তফাৎ নেই কোন। তিঙ শিরের পূরক হচ্ছে ক্রিয়াবর্গ। ক্রিয়াবর্গের শির হচ্ছে বিভক্তিহীন ক্রিয়াপদ যা পাণিনীয় ব্যাকরণ ঘরানায় ধাতু (Root) বা অঙ্গ (Stem) নামে পরিচিত। বৃক্ষচিত্র-১০ ও ১১ তে আমরা 'পড়ে' ও 'ঘুমায়' ক্রিয়াকে V° বৃন্তে দেখিয়েছিলাম। ১২ নং বৃক্ষচিত্রে আমরা এই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনলাম। ১২নং বৃক্ষচিত্রে V° বৃন্তে আছে ধাতু 'জান' আর তিঙ বা বিভক্তি নামে পরিচিত উপাদান আছে ক্রিয়াশির বৃন্তে। বলা হয় যে 'জান' ধাতু বিভক্তি নেবার জন্যে অভিবাসন করে তিঙ শির বৃন্তে। তবে এমনও হতে পারে যে V° বৃন্তে থাকবে তিঙন্ত ক্রিয়া 'জানি'। এর পর 'জানি' তিঙ শিরে অভিবাসন করবে। অথবা বিমুর্ত অভিবাসনের মাধ্যমে নিজের স্বলক্ষণ যাচাই করে নেবে তিঙন্ত ক্রিয়ারূপ 'জানি'।

আমরা উপরে দেখেছি, কেমন করে সংবাহনের মাধ্যমে বর্গ গঠিত হয়। এখন আমরা দেখবো, কেমন করে একই পদ্ধতিতে প্রস্তাব ও বাক্য গঠিত হয়। কেমন করে '[আমি জানি] [যে ঋক বই পড়ছে]' বাক্যটিতে দু'টি প্রস্তাব

একে অপরের সাথে সংযোজিত হলো? এর উত্তর হচ্ছে 'জানা' ক্রিয়ার একটি উপপদীয় স্বলক্ষণ হচ্ছে: [নামবর্গ], [প্রস্তাব] —— জানা। অর্থাৎ 'জানা' ক্রিয়ার পূরক হবে কোন নামপদ বা কোন প্রস্তাব। এই স্বলক্ষণ অনুসারে [যে ঋক বই পড়ছে] প্রস্তাবটি পূরক হিসেবে সংযোজিত হবে সমাপিকা ক্রিয়া 'জানি' এর সাথে বা [আমি জানি] প্রস্তাবের সাথে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে পূরক প্রস্তাব [ঋক বই পড়ছে] 'জানা' ক্রিয়ার সাথে সংবাহিত হতে হলে প্রস্তাবটির আগে অনেক সময় একটি 'যে' জুড়ে দিতে হয়। 'অনেক সময়' বললাম এ কারণে যে বাংলায় 'আমি জানি, ঋক বই পড়ছে' বাক্যটিও গ্রহণযোগ্য। যাহোক, এই 'যে' কোন পদ এবং এর বৈয়াকরণিক ভূমিকাই বা কি? প্রথাগত ব্যাকরণে 'যে' একটি অব্যয়। সঞ্জননী ব্যাকরণে এর নাম Complementizer যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে **সম্পূরক**। এই সম্পূরক হচ্ছে সম্পূরক বর্গের (Complementizer phrase বা CP) শির। ১২নং বৃক্ষচিত্রে সম্পূরক শিরের পূরক হচ্ছে তিঙবর্গ। 'যে ঋক বই পড়ছে' প্রস্তাবে সম্পূরক 'যে' এর পূরক হচ্ছে ক্রিয়াবর্গ 'ঋক বই পড়ছে'। এক্স-বার কাঠামোতে প্রতিটি প্রস্তাব মূলত একটি সম্পূরক বর্গ।

বাংলায় সম্পূরক দুই রকম : 'যে' আর 'বলে'। 'বলে'র উপপদীয় স্বলক্ষণ হচ্ছে : [ক্রিয়াবর্গ] —— বলে। অর্থাৎ ক) সম্পূরক 'বলে' কোন ক্রিয়াবর্গকে পূরক হিসেবে গ্রহণ করে এবং খ) এই পূরক থাকে 'বলে''র বামদিকে। অন্ততপক্ষে দুই রকম 'বলে' আছে বাংলায়: বর্ণনামূলক ও হেতুবোধক। 'ঋক গান গাইতে পারে বলে আমি জানি' বাক্যে যে 'বলে' ব্যবহৃত হয়েছে সেটি বর্ণনামূলক। 'কাল বৃষ্টি হয়েছে বলে মীরপুর রোডে অনেক জল জমেছে' বাক্যে যে 'বলে' আছে সেটি হেতুবোধক, কারণ রাস্তার জল জমার হেতু বা কারণ হচ্ছে গতকাল বৃষ্টি হওয়া।[৪]
সম্পূরক 'যে' এর উপপদীয় স্বলক্ষণ হচ্ছে : যে —— [ক্রিয়াবর্গ]। এর মানে হচ্ছে, ক) কোন ক্রিয়াবর্গ 'যে' এর পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এবং খ) সে ক্রিয়াবর্গ থাকে 'যে' এর ডান দিকে। আমরা বাংলাকে বামপ্রসারী ভাষা বলেছি, কারণ বাংলায় যে কোন বর্গের পূরক শিরের বামদিকে বসে। এদিক থেকে দেখলে 'ঋক বই পড়ছে বলে আমি জানি' বাক্যটি 'আমি জানি যে 'ঋক বই পড়ছে' এর তুলনায় বেশি স্বাভাবিক। তবে 'ঋক গান গাইতে পারে যে আমি জানি' অনেক বাংলাভাষীর কাছে গ্রহণযোগ্য। চট্টগ্রামের উপভাষায় পূরক ক্রিয়াবর্গ 'যে' এর বামদিকে থাকতে পারে।

সংবাহন শেষ হবার পর বাক্যিক উপাদানগুলো বাক্যের বামদিকে অভিবাসন করে থাকে (আলোচনার স্বার্থে আমরা ধরে নিচ্ছি যে লিখিত বাক্যের মতো কথিত বাক্যের কাঠামোটিও রৈখিক (Lenear) এবং এর ডান ও বাম দিক আছে)। অভিবাসন বিনা কারণে হয় না। সঞ্জননী ব্যাকরণে এ রকম ধারণা করা হয় যে প্রতিটি বর্গের কিছু **বৈন্যাসিক স্বলক্ষণ** (Syntactic feature) আছে এবং এই স্বলক্ষণগুলো অবশ্যই **নিরীক্ষা** বা **যাচাই** (Check) করে নিতে হয়।[৫] সঞ্জননী ব্যাকরণমতে কোন স্বলক্ষণ 'অনিরীক্ষিত' থাকতে পারে না। স্বলক্ষণ যাচাইয়ের একটি উপায় হচ্ছে অভিবাসন (এর মানে হচ্ছে, অন্য আরও কয়েকটি উপায়ও আছে)। নির্দিষ্ট কিছু অবস্থানেই শুধু স্বলক্ষণ নিরীক্ষা করা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট বর্গের যদি কোন স্বলক্ষণ নিরীক্ষা করার থাকে তবেই বর্গটি অভিবাসন করবে, অন্যথায় নয়।

---

[৪] যে পূরক প্রস্তাব 'বলে' সম্পূরকের বামে থাকে তাতে কোন রকম অভিবাসন সহ্য করা হয় না। উদাহরণ: নিচের ১নং বাক্যটি ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়। ২নং বাক্যে জাপানি ভাষার সম্পূরক kara (কারা) এর বৈন্যাসিক আচরণের সাথে বাংলা ভাষার সম্পূরক 'বলে' মিল লক্ষ্য করা যেতে পারে।

১. *হংকংএর ভাগ্য নির্ভর করছে আমেরিকার উপর বলে তিনি মন্তব্য করেন।
(বিবিসির রাতের খবর ৮ই মার্চ, ২০০৯, উর্মি বসু)

২. zikanga arimasen kara shimbuno yomimasen
(সময়-নেই-বলে-পত্রিকা পড়ি না)

[৫] বৈন্যাসিক স্বলক্ষণ আর উপপদীয় স্বলক্ষণ এক নয়, এই দুই ধরনের স্বলক্ষণের মধ্যে তফাৎ রয়েছে।

পরিমিত ব্যাকরণ তত্ত্বে বাক্যগঠনের দু'টি স্তর রয়েছে: **ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর** (Phonetic Form) আর **নৈয়ায়িক স্তর** (Logical Form)। নৈয়ায়িক স্তর বাক্য কাঠামোর একটি বিমূর্ত স্তর। এই স্তরে এমন কিছু অভিবাসন হতে পারে যেগুলো মূর্ত স্তরে হতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে নৈয়ায়িক স্তর অর্থগত কোন স্তর নয়, এটিও একটি বৈন্যাসিক স্তর। অভিবাসন ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তরে হতে পারে, আবার নৈয়ায়িক স্তরেও হতে পারে। ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তরের অভিবাসনকে বলা হয় Overt movement যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে **প্রত্যক্ষ** বা **মূর্ত অভিবাসন**। নৈয়ায়িক স্তরের অভিবাসনকে বলা হয় Covert movement যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে **অদৃশ্য অভিবাসন**। নিচের ইংরেজি উদাহরণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

১৩. *There seems a man to be in the garden.

১৪. A man seems to be in the garden

সঞ্জননী ব্যাকরণমতে বাক্যস্থ প্রতিটি নামপদের একটি কারক থাকবে এবং বাক্যকাঠামোর অভ্যন্তরে নামপদকে তার কারকত্ব নিরীক্ষা করে নিতে হবে। উপরে ১৩নং ইংরেজি বাক্যটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ নামবর্গ [a man] তার কারকত্ব যাচাই করতে পারছে না। সঞ্জননী ব্যাকরণমতে কোন অসমাপিকা ক্রিয়া নামবর্গকে কারকত্ব দিতে পারে না। যেহেতু ১৩নং বাক্যে নামবর্গ [a man] অবস্থান করছে অসমাপিকা ক্রিয়া to be এর ডান দিকে সেহেতু এ অবস্থানে নামবর্গ তার কারকত্ব নিরীক্ষা করতে পারছে না। ১৪নং বাক্যে নামবর্গ [a man] অভিবাসন করে ক্রিয়াশির seems এর ডানে গিয়ে বসেছে এবং বাক্যটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এর কারণ এই যে seems যেহেতু সমাপিকা ক্রিয়া সেহেতু এই ক্রিয়াবর্গের নির্ধারক স্থানে অভিবাসন করে নামবর্গ তার কারক, পুরুষ ও বচন নিরীক্ষা করে নিতে পারছে।

১৫. *You read what?
১৬. What$_i$ do you read [t_i]?
১৭. তুমি কি পড়ো?
১৮. *What$_i$ do you read [letter]$_i$?

১৫নং বাক্যটি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে কারণ এ বাক্যে প্রশ্নবোধক সর্বনাম অভিবাসন করেনি এর ফলে সর্বনামটির প্রশ্নবাচক স্বলক্ষণটি অনিরীক্ষিত রয়ে গেছে। ১৬নং বাক্যে প্রশ্নবোধক সর্বনাম অভিবাসন করার ফলে সর্বনামটির প্রশ্নবাচক স্বলক্ষণ নিরীক্ষিত হয়েছে এবং বাক্যটিও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। বাক্যটির বাংলা অনুবাদে (১৭) প্রশ্নবোধক সর্বনাম 'কি' অভিবাসন করেনি, নিজের বাস্তুভিটা আঁকড়ে পড়ে আছে। কোন উপাদান অভিবাসন না করলে সঞ্জননী ব্যাকরণে তাকে বলা হয় in situ যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে **স্থাবর**। কোন কোন ভাষায় প্রশ্নবোধক সর্বনাম স্থাবর আবার কোন কোন ভাষায় **জঙ্গম**। এর মানে কি এই যে বাংলার ক্ষেত্রে অভিবাসন না করেই কোন বর্গ তার স্বলক্ষণ নিরীক্ষণ করতে পারে? সঞ্জননী ব্যাকরণ মতে বাংলায়ও প্রশ্নবোধক সর্বনাম অভিবাসন করে, তবে সেই অভিবাসন হয় নৈয়ায়িক স্তরে। অর্থাৎ অভিবাসনটি হবে অদৃশ্য, বিমূর্ত। কোন ভাষায় কোন অভিবাসন হতে পারে প্রত্যক্ষ আবার সেই একই অভিবাসন অন্য কোন ভাষায় হতে পারে অদৃশ্য। প্রশ্নবোধক সর্বনামের অভিবাসন ইংরেজিতে প্রত্যক্ষ, বাংলায় অদৃশ্য। জাপানিতেও এই অভিবাসন অদৃশ্য। প্রশ্নবোধক সর্বনামের অভিবাসন বিশ্বব্যাকরণের একটি ধ্রুবক অর্থাৎ এই অভিবাসন সব ভাষাতেই হয়। কিন্তু বাক্য কাঠামোর কোন স্তরে এই অভিবাসন হবে তা বিশেষ ভাষার উপর নির্ভর করে। অভিবাসনের স্তর নির্ধারণ

বিশ্বব্যাকরণের একটি খেয়াল (অনেকটা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের মতো আরকি! গ্রহণ ঠিকই হচ্ছে, কিন্তু কোন দেশে গ্রহণের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, কোন দেশে দেখা যাচ্ছে না)।

যখন কোন উপাদান নতুন কোন স্থানে অভিবাসন করে তখন সেই অভিবাসনরত উপাদানটি নিজের বাস্তুভিটায় একটি Trace (সংক্ষেপে t) বা **বাস্তুচিহ্ন** রেখে যায়। যেমন, উদাহরণ-১৬ তে অভিবাসিত নামবর্গ what একটি বাস্তুচিহ্ন রেখে গেছে নিজের বাস্তুভিটায়। বাস্তুচিহ্ন (t) আর what কে একই সূচক (i) দিয়ে দেখানো হয়েছে এটা বোঝানোর জন্যে যে (t) আর what একই বস্তুকে নির্দেশ করছে। প্রশ্ন হতে পারে, কেমন করে জানা যাবে যে read ক্রিয়ার ডানদিকের স্থানটিই what এর বাস্তুভিটা? এ স্থানটিই what এর বাস্তুভিটা কারণ এই প্রশ্নবোধক সর্বনামটি হচ্ছে read ক্রিয়াশিরের পূরক এবং ইংরেজি যেহেতু ডানপ্রসারী ভাষা সেহেতু পূরকটি অবশ্যই থাকরে শিরের ডানদিকে। যে স্থানে বা বৃন্তে কোন বাস্তুচিহ্ন থাকে সে স্থানে বা বৃন্তে অন্য কোন উপাদান বসতে পারে না। ১৮নং বাক্যে what এর বাস্তুভিটায় অন্য একটি নামবর্গ letter কে বসানোতে বাক্যটি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

এমনও বলা হয় যে কিছু স্বলক্ষণ সবল (Strong) আর অন্য কিছু স্বলক্ষণ দুর্বল (Weak)। যেসব স্বলক্ষণ সবল সেগুলো ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তরেই নিরীক্ষিত হয়; দুর্বল স্বলক্ষণগুলো নিরীক্ষিত হয় নৈয়ায়িক স্তরে। স্বলক্ষণ নিরীক্ষণের জন্যে অভিবাসন করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। নিরীক্ষণকামী বর্গটি নিরিক্ষণ বৃন্তে নিজের একটি অনুলিপি (Copy) পাঠিয়েও স্বলক্ষণ নিরীক্ষণের কাজটি করে নিতে পারে। ১৭ নং বাক্যে 'কি' হয়তো তার একটি অনুলিপি পাঠিয়েই নিরীক্ষণের কাজটি সম্পন্ন করেছে। স্বলক্ষণ নিরীক্ষণের আর একটি উপায় হচ্ছে Probe-goal। হাসপাতালে ডাক্তাররা অস্ত্রোপচার করার সময় অতি ক্ষুদ্র ধমনি (বা অনুরূপ কোন অঙ্গ বা বস্তু) খুঁজে বের করার জন্য এক ধরনের ভোঁতা মাথার ছুরি ব্যবহার করে থাকে। এ ধরণের ছুরিকে বলে Probe। 'নিরীক্ষণ-লোলুপ' কোন বর্গ নিজ অবস্থানে থেকেই নিরীক্ষণের উপযুক্ত স্থানে (goal) 'প্রোব' ঢুকিয়ে নিজের স্বলক্ষণ যাচাই করে নিতে পারে।

বাক্যের যে কোন উপাদান অভিবাসন করতে পারে। এটি একটি ধ্রুবক। অভিবাসন সংক্রান্ত এই ধ্রুবকটিকে এক কথায় বলা হয় Move α (মুভ আলফা) বা আলফা অভিবাসন। এখানে 'আলফা' বলতে বোঝানো হচ্ছে 'যে কোন উপাদান'। আলফা অভিবাসনের বেশ কিছু প্রতিবন্ধ আছে। যেমন, XP আর X° অভিবাসন করতে পারে, X' পারে না। আর একটি প্রতিবন্ধের নাম Subjacency যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে **সন্নিহিতি**। অভিবাসনরত কোন উপাদান সন্নিহিতির শর্ত ভঙ্গ করতে পারবে না অর্থাৎ খুব বড় একটি লাফ দিয়ে উপাদানটি অনেক দূরে চলে যেতে পারবে না। বিভিন্ন বর্গের বিশেষক স্থানে ছোট ছোট লাফ দিয়ে উপাদানটিকে বাক্যের বামদিকে অভিবাসন করতে হবে। যেমন 'কাকে তুমি মনে করো যে তুমি আসলে ভালোবাসো?' বাক্যের বৈন্যাসিক কাঠামো হচ্ছে ২০। সংবর্তনের আগে ২০ এর কাঠামো ছিল ১৯। ১৯ আর ২০ এর তুলনা করলে আমরা দেখবো যে প্রশ্নবোধক সর্বনাম 'কাকে' প্রথমে অভিবাসন করেছে পূরক প্রস্তাবের সম্পূরক বর্গের বিশেষক স্থানে। এর পর 'কাকে' অভিবাসন করেছে মূল প্রস্তাবের সম্পূরক বর্গের বিশেষক স্থানে।

১৯. $_{CP}$[Spec C′ C° তুমি মনে করো] $_{CP}$[Spec C′ যে $_{IP}$[তুমি আসলে কাকে ভালোবাসো]

২০. ? $_{CP}$[কাকে$_i$ C′ C° তুমি মনে করো] $_{CP}$[t_i C′ যে $_{IP}$[তুমি t_i ভালোবাসো]

অভিবাসনের ক্ষেত্রে কোন কোন বর্গ নিষিদ্ধ দ্বীপের মতো আচরণ করে অর্থাৎ সে বর্গগুলো তাদের কোন কোন উপাদানকে বর্গের বাইরে অভিবাসন করতে দেয় না। একে বলা হয় Island constraint যার বাংলা হতে পারে

দ্বীপ প্রতিবন্ধ। যেমন, ২১ নং বাক্যে আমরা দেখছি যে নামবর্গের পূরক 'বিজ্ঞানের' নামবর্গের বাইরে অভিবাসন করলে বাক্যটি তার গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। ২০ ও ২২ নং বাক্যের তুলনা করলে দেখা যাবে যে যদি মূল প্রস্তাব আর পূরক প্রস্তাবের কর্তা একই ব্যক্তি হয় তবে প্রশ্নবোধক সর্বনাম অভিবাসন করতে পারে। আর যদি দুই প্রস্তাবের কর্তা দু'জন আলাদা ব্যক্তি হয় তবে প্রশ্নবোধক সর্বনাম অভিবাসন করতে পারে না। সুতরাং বাংলায় সম্পূরক বর্গ দ্বীপের মতো আচরণ করে, তবে মূল ও পূরক প্রস্তাবের কর্তা সমসূচিত হলে (অর্থাৎ তাদের দ্যোতিত ব্যক্তি বা বস্তু একই হলে) সম্ভবত এই প্রতিবন্ধ কিছুটা শিথিল হয়।

২১. *$_{CP}$[বিজ্ঞানের$_i$ C′ C° আমি মনে করি] $_{CP}$[t_i C′ যে $_{IP}$[ঋক $_{NP}$[t_i বই] পড়ছে]

২২. *$_{CP}$[কাকে$_i$ C′ C° আমি জানি না] $_{CP}$[t_i C′ যে $_{IP}$[তুমি আসলে ভালোবাসো t_i]

কেন অভিবাসন শুধু বামদিকেই হয়? অভিবাসন বামদিকে হয় কারণ অভিবাসিত উপাদানকে অবশ্যই তার বাস্তুচিহ্নকে **সি-কমান্ড** (Constituent command বা সংক্ষেপে C-command) করতে হয়। সি-কমান্ড একটি বৈন্যাসিক বা সিন্টাক্টিক নিয়ম। কোন বৃক্ষচিত্রের বৃন্তগুলোর মধ্যে বিশেষ এক ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের নাম সি-কমান্ড।

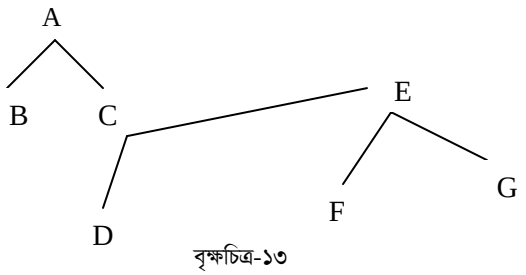

বৃক্ষচিত্র-১৩

বৃক্ষচিত্র-১৩ তে আমরা দেখছি যে কিছু কিছু বৃন্ত থেকে দু'টি নতুন শাখা বের হয়েছে এবং প্রতিটি শাখার অগ্রভাগে রয়েছে একটি বৃন্ত। যদি কোন বৃন্ত থেকে নতুন বৃন্ত বের হয় (যেমন, A, C এবং E) তবে সেই বৃন্তটি হবে মুকুলিত নতুন বৃন্ত দু'টির বাবা বা মা বৃন্ত আর নতুন বৃন্ত দু'টি হচ্ছে উৎসবৃন্তে সন্তান। যেমন A বৃন্ত হচ্ছে B ও C বৃন্তের বাবা বা মা; B ও C হচ্ছে A বৃন্তের ছেলে-মেয়ে; B ও C বৃন্ত পরস্পর ভাইবোন। এর পর C বৃন্ত হচ্ছে D ও E বৃন্তের বাবা বা মা এবং E বৃন্ত হচ্ছে F ও G বৃন্তের বাবা বা মা। একদিকে D ও E বৃন্ত পরস্পর ভাইবোন আর অন্যদিকে F ও G বৃন্ত পরস্পর ভাইবোন। D ও E বৃন্ত হচ্ছে B বৃন্তের ভাইপো বা ভাইঝি কারণ তারা B এর ভাই C এর সন্তান। F ও G বৃন্ত হচ্ছে C বৃন্তের নাতি বা নাতনী কারণ তারা C বৃন্তের সন্তান E এর ঔরসজাত।

যদি কোন দু'টি বৃন্তের একই বাবা-মা হয় তবে সেই বৃন্ত দু'টি পরস্পরকে সি-কমান্ড করে। ১৩ নং বৃক্ষচিত্রে B ও C, এর পর D ও E এবং তার পর F ও G পরস্পরকে সি-কমান্ড করছে। কোন বৃন্ত তার সহোদর বৃন্তের যাবতীয় সন্তান-সন্ততি সি-কমান্ড করে। ১৩ নং বৃক্ষচিত্রে B বৃন্ত একাধারে C বৃন্ত (সহোদর বলে), D ও E বৃন্ত (ভাইপো বা ভাইঝি বলে) এবং F ও G বৃন্তকে (ভাইপো বা ভাইঝির সন্তান বলে) সি-কমান্ড করছে। একই ভাবে D বৃন্ত E, F ও G বৃন্তকে সি-কমান্ড করছে। কোন অভিবাসিত উপাদান অবশ্যই এর বাস্তুচিহ্নকে সি-কমান্ড করতে হবে।

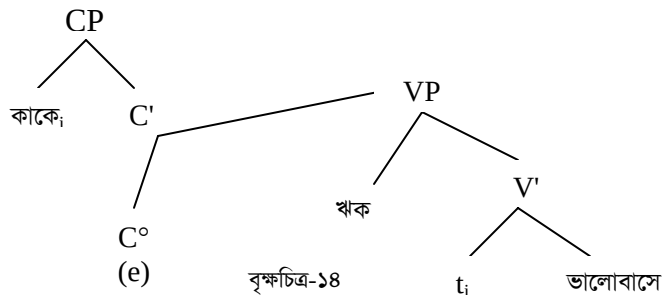

বৃক্ষচিত্র-১৪

বৃক্ষচিত্র-১৪তে যে বাক্যটি প্রদর্শিত হয়েছে সে বাক্যটির প্রাথমিক কাঠামোতে (প্রশ্নবোধক সর্ব)-নামবর্গ 'ভালোবাসে' ক্রিয়াশিরের বামদিকে সংযোজিত হয়েছিল, কারণ বাংলা বামপ্রসারী ভাষা। এর পর 'কাকে' সম্পূরক বর্গের নির্ধারক স্থানে অভিবাসন করেছে এবং সে অবস্থান থেকে 'কাকে' নিজের বাস্তচিহ্নকে সি-কমান্ড করছে।

২৩. 'ঋক কাকে ভালোবাসে?'
২৪. 'কাকে ভালোবাসে ঋক?'
২৫. 'ঋক ভালোবাসে কাকে?'

বাংলায় (২৩-২৫) – এই তিনটি বাক্যই গ্রহণযোগ্য এবং বাক্যগুলোর মধ্যে অর্থপার্থক্য নেই বললেই চলে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বাক্যে 'কাকে' অভিবাসন করেছে ক্রিয়াবর্গের ডানদিকে এবং তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়াবর্গের বামদিকে। সঞ্জননী ব্যাকরণে সি-কমান্ডের বাধ্যবাধকতার কারণে অভিবাসন হতে হয় বামদিকে। প্রশ্ন হতে পারে, কিভাবে তৃতীয় বাক্যের নিষিদ্ধ দক্ষিণপন্থী অভিবাসন ব্যাখ্যা করা যাবে? উত্তর: যে কোন কাঠামোর মতো এক্স-বার কাঠামোরও কিছু দুর্বলতা আছে। সঞ্জননী ব্যাকরণেও সব ভাষিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা নেই। এর পরেও বাক্যকাঠামো বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় নোম চমস্কি প্রবর্তিত সঞ্জননী ব্যাকরণ যতটা সফল অন্য অনেক মডেলই হয়তো ততটা সফল নয়।

আমরা বলেছিলাম, বাক্যের দু'টি স্তর রয়েছে : ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর আর নৈয়ায়িক স্তর। এই দুই স্তর যদি টায়ে টায়ে মিলে যায় তবেই বলা যাবে যে **বাক্যসাধন** (Sentence Derivation) সম্পন্ন হয়েছে। দু'টি স্তর টায়ে টায়ে মিলে গেলে বলা হয় যে স্তর দু'টো Converge করেছে। বাংলায় আমরা বলতে পারি যে স্তরগুলো পরস্পর **সমবাদী** হয়েছে। আবার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর আর নৈয়ায়িক স্তর যদি মিলে না যায় তবে বলা হয় স্তর দু'টো Crash করেছে। বাংলায় আমরা বলতে পারি যে স্তরগুলো পরস্পর **বিবাদী** হয়েছে। ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর আর নৈয়ায়িক স্তর পরস্পর বিবাদী হলে বাক্যসাধন হবে না। বাক্য সাধনের জন্য এই দু'টি স্তর সমবাদী হওয়া অপরিহার্য। ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর আর নৈয়ায়িক স্তর সমবাদী হয়ে গ্রহণযোগ্য বাক্য সাধিত হওয়ার ব্যাপারটিকে বলা হয় Spell-out যাকে বাংলায় আমরা বলতে পারি **বাক্যস্ফোটন**। নিচের সবগুলো উদাহরণেই বাক্যস্ফোটন বিঘ্নিত হয়েছে। বাক্যসাধনের দু'টি শর্তের কথা আমরা আগেই বলেছি: ১. কাঠামো নির্ভরতার শর্ত এবং ২. প্রক্ষেপণের শর্ত। এর মধ্যে কোন একটি শর্ত ভঙ্গ হলে বাক্যস্ফোটন বিঘ্নিত হয়।

২৬. *বিজ্ঞানের ঋক বই পড়েছে।
২৭. *ঋক জার্মান শিখতে...
২৮. *কাকে তুমি ঋক ভালোবাসে?
২৯. *ঋক ছিপ দিয়ে বই পড়ছে।

২৬ নং উদাহরণে কাঠামো নির্ভরতার শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে বাংলায় নামবর্গ দ্বীপের মতো আচরণ করে – নামশিরের পূরক নামবর্গের বাইরে অভিবাসন করতে পারে না। ২৭ নং উদাহরণে প্রক্ষেপণের সমস্যা আছে। 'শিখতে' ক্রিয়ারূপের উপপদীয় স্বলক্ষণ যথাযথভাবে বাক্যবিন্যাসে প্রক্ষেপিত হয়নি। 'শিখতে' ক্রিয়ারূপের উপপদীয় স্বলক্ষণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে এটি অন্য সমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রসারক (উদাহরণ: ঋক জার্মান শিখতে ভিয়েনা গেছে) বা পূরক (উদাহরণ: ঋক জার্মান শিখতে চায়) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২৭ নং বাক্যে এর কোনটিই হয়নি। ২৮ নং উদাহরণে কোথা থেকে এক উটকো সর্বনাম 'তুমি' উড়ে এসে অনর্থক জুড়ে বসেছে বাক্যে। এই 'তুমি' যে এই বাক্যে কোন ভূমিকা পালন করছে তা বলা মুস্কিল। এর মানে হচ্ছে ২৮ নং উদাহরণে **পূর্ণ প্রকাশন** (Full Interpretation) এর শর্ত ভঙ্গ হচ্ছে। কোন বাক্যে সব উপাদানের পূর্ণ প্রকাশন নিশ্চিত হতে হবে। এটি বাক্য সাধনের অন্য একটি শর্ত। পূর্ণ প্রকাশিত নয় এমন কোন উপাদান বাক্যে থাকতে পারবে না।

বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যসাধনের তিনটি শর্তের কথা বলা হয় : ১ আকাঙ্খা, ২. আসত্তি এবং ৩. যোগ্যতা। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে উল্লেখিত বাক্যসাধনের এই শর্তগুলোর সাথে সঞ্জননী ব্যাকরণের বাক্য সাধনের বিভিন্ন শর্ত যেমন, ১. কাঠামো নির্ভরতা, ২. প্রক্ষেপণ এবং ৩. পূর্ণ প্রকাশনের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। কেউ যদি 'ঋক জার্মান শিখতে' বলে থেমে যায় তবে বাক্যসাধন হয় না কারণ এতে শ্রোতার আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় না। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে আকাঙ্খার ব্যাপারটি বাক্যের আর্থ স্তরের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু আমাদের মতে আকাঙ্খা অনেকটা ধ্বনিস্তরের ব্যাপারও বটে কারণ শুধু 'শিখতে' ক্রিয়া দিয়ে যে বাক্যসাধন করা যাচ্ছে না তার একটি প্রধান কারণ এই যে শব্দবন্ধটিতে 'শিখতে' ক্রিয়ার প্রক্ষেপণের শর্ত ভঙ্গ হয়েছে। ২৭নং উদাহরণে আকাঙ্খার শর্ত ভঙ্গ হয়েছে। ২৬ ও ২৮ নং উদাহরণে ভঙ্গ হয়েছে আসত্তির শর্ত। আসত্তিকে এক ধরণের কাঠামো নির্ভরতা বলা যেতেই পারে। অননুমোদিত অভিবাসন ও পূর্ণপ্রকাশনের শর্ত ভঙ্গ হলে আসত্তি বিঘ্নিত হয়। ২৮ নং উদাহরণে আসত্তি ও আকাঙ্খা এই উভয় শর্তই ভঙ্গ হয়েছে।

২৯ নং উদাহরণে ভঙ্গ হয়েছে যোগ্যতার শর্ত। যৌক্তিক এবং/বা বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 'ঘটা সম্ভব নয়' এমন কিছু যদি বলা হয় কোন বাক্যে তবেই বলা যেতে পারে যে বাক্যটি যোগ্যতার শর্ত ভঙ্গ করছে। বাস্তব জগতে ছিপ দিয়ে বই পড়া যায় না। সত্যমূল্য নেই (অধ্যায়-৭ দ্রষ্টব্য) এমন বাক্যের যোগ্যতা থাকে না। চমস্কীয় সঞ্জননী ব্যাকরণে অবশ্য যোগ্যতার ব্যাপারটিকে বাক্যসাধনের শর্ত হিসেবে মানা হয় না। 'বর্ণহীন সবুজ ধারনাগুলো উন্মত্তের মতো ঘুমাচ্ছে' (Colorless green ideas sleep furiously) চমস্কীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য বাংলা বাক্য, বাক্যটির কোন অর্থ থাকুক বা না থাকুক।

নির্দেশিত রচনা

Chomsky, Noam (1995) *The Minimalist Program*. Cambridge: The MIT press.

Chomsky, Noam (1993) *Lectures on Government and Binding*: The Pisa lectures. Berlin: Mouton de Gruyter.

ভট্টাচার্য্য শিশির (১৯৯৮) সঞ্জননী ব্যাকরণ। ঢাকা: চারু প্রকাশনী।

ভট্টাচার্য্য শিশির (২০০৮) বাংলা নামবর্গেও আন্তর্গঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা, বর্ষ ১, সংখ্যা ২: ৬৭-৮৬।

Dasgupta, Prabal (2003) Bangla, in George Cardona and Dhanesh Jain (eds.) *The Indo-Aryan languages*. London: Routeledge.